

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ‘টাকার পাহাড়ে’র মালিক টুলু মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ প্রথম দিনই আদালতের বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কোটির সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছিল। টুলু মণ্ডলের সম্পত্তির তল পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে এসটিএফের তদন্তকারীদের। কোর্টি কোর্টি টাকা, সোনা, শতাধিক গাড়ি উদ্ধার হলেও পাতা নেই বীরভূমের ‘পাথর সম্রাট’ টুলুর। সেই টুলুই এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ। নাজিমুদ্দিন মণ্ডল ওরফে টুলুর প্রায় ১৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর সম্পত্তির তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই তালিকায় রয়েছে ২৪২টি গাড়ি, ৩০০ বিঘা জমি। সব মিলিয়ে ২২টি সম্পত্তি উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, সরকার বদলের পরই বিদেশে চলে গিয়েছেন টুলু। তাঁর সন্ধান পেতে যখন মরিয়া পুলিশ, তার মধ্যেই নিরাপত্তা অর্থাৎ রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন টুলু। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে বুধবার।

এবার থেকে মমতাকে টাকা দেবে রাজ্য সরকার?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ এবার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার? শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভার পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের একটি মন্তব্যে জোর চর্চা। তাঁর দাবি, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা ও খাদ্যাদাস নিয়ে কড়া সূর ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের মুগ্ধমুখি হয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ উপহাসের ভঙ্গিতে বলেন, “রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছে ‘তিনি খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।’” তিনি মন্তব্য করেন, “যদি আর্থিক অভাব বা কোন সঙ্কটজনিতকারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে, তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে তিনি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন।” রাজ্যের এক দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মুখে বিরোধী নেত্রীর স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন মন্তব্য সামনে আনতেই সরকার হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহলা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়।

বিধানসভার ইতিহাসে প্রথম, এই প্রথম মার্শাল সাসপেন্ড



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ বিধানসভার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ণ ও নজিরবিহীন ঘটনা। এই প্রথমবার কোনও মার্শালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করেছে বিধানসভার সচিবালয়। সূত্রের খবর, সম্প্রতি ১৮তম বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে একটি হাইপ্রোফাইল ওরিয়েন্টেশন বা পরিচিতি শিবিরের আয়োজন করা হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার উপস্থিতিতে হওয়া সেই

গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে বিধায়কদের সঙ্গে ও সার্বিক দায়িত্বে দেবব্রতাবু মোটেও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করেননি বলে অভিযোগ। একাধিক বিধায়ক তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় শাসক দলের মুখ্য সচিবকের কাছে লিখিত ও মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ উঠেছে, বিধায়কদের সঙ্গে আচরণ ও নিজের দায়িত্ব পালনে চরম অসৌজন্য ও শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পদমর্যাদা বিন্যাস, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আইনি বিধির ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী মার্শাল-এবং-সিকিউরিটি অফিসার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই বিধির

● এরপর ৬ পাতায়...

মমতার বাড়ি থেকে ঝাড়ু নিয়ে চলে গিয়েছে পুরসভা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ইন্টারনেট বের্টে নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মমতার দাবি তাঁর বাড়ি থেকে ঝাড়ু নিয়ে গিয়েছে কলকাতা পুরসভা। সমাজ মাধ্যমে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তিনি। মমতা বলেন, “দু’জন পুরসভার কর্মী আছেন। যারা প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমার বাগানে ঝাড়ু দিতেন। তাঁদের ঝাড়ুটা পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অনেক অসম্মান করেছেন।” এরপর বিজেপির দেওয়া ঝাড়ু ব্যবহার করবেন না বলে জানিয়ে তিনি ফের বলেন, “আমি আপনাদের ঝাড়ু ব্যবহার করব না। ওটা আপনাদের যোগ্য। আপনাদের কাছেই ফিরে গিয়েছে। দরকারে আমি নিজে পরিষ্কার করব। আপনাদের ঝাড়ু নেব না।” প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, “আমি বাগান পরিষ্কার করতে ভালোবাসি। আমি ঘরের কাজ করতে ভালোবাসি। তবে মানুষের জানা দরকার কোনাে সেভেলে এসে গিয়েছে।” এ দিকে, গতকালই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও একটি বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। তিনি এখনও এখনও পর্যন্ত বইয়ের রয়্যালটি পাননি। তাঁর আশঙ্কা এর পিছনে বিজেপির হাত থাকতে পারে। তিনি বলেনছেন, “আমাকে নানা কুখ্যা বলে। যদিও তারা জানে যে আমি এক পয়সা মাইনে পর্যন্ত নিইনি। আমি আজ পর্যন্ত এক পয়সা পেনশন নিইনি। আমার বইয়ের রয়্যালটি দিয়ে আমার চলে। কিন্তু, সেই রয়্যালটিও আমি এ বছর পাইনি। নিশ্চয় বিজেপির হাতে তারা মুখ বন্ধ করে বসে রয়েছে। মানুষ বইমেলায় বই কিনেছে। সেই টাকা আপনাদের লোকেরাও জাগো বাংলা স্টল থেকে দিয়েছে। কিন্তু, আজও পর্যন্ত আমি পাইনি। নিশ্চয় এর পিছনে খেলা রয়েছে।”

গুন্ডা পাঠিয়ে ক্ষমা চাইয়ে বলছে ক্ষমা করেছে রাহুল



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ ১৬ মিনিটের সাংবাদিক বৈঠক। নির্দেশ। টানটান। বুধবার বিকালে ১০ জনপথের বাইরের সেই সংবাদিক বৈঠক থেকে প্রতিবাদী তথা ‘আক্রান্ত পড়ুয়াদের পাশে নিয়ে রাহুল গান্ধি ভেঁতা করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘ক্ষমা’ করে দেওয়ার ‘উদারমনা’ রাজনীতিকে। রাহুল বলেন,

“পড়ুয়াদের ক্ষমা চাইতে চাপ দেওয়া চলছে। বিভিন্ন কায়দায় পড়ুয়াদের হেনস্থা করা হচ্ছে। মহিলাদের বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করিয়ে বলা হচ্ছে, ক্ষমা করে দেওয়া হল। এই রাজনীতি একেবারে নরসেনা।” কয়েকদিন আগেই ডিডিয়েবার্ভার প্রধানমন্ত্রী মোদি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছেন পড়ুয়ার। কিন্তু তিনি তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। মোদিকে উদ্দেশ্য করে জেনে-জি আন্দোলনে যে সমস্ত স্লোগান উঠেছিল বা পোস্টার প্রদর্শিত হয়েছিল, সেগুলিকে প্রচারে তুলে ধরে বিজেপা। বুধবার মোদির নাম

● এরপর ৬ পাতায়...

কলকাতায় থানা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন পরিকাঠামো



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ কলকাতার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও জরুরি পরিষেবার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার হাটই করেই তিনি শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের তালিকায় ছিল পোর্ট ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ওয়াটগঞ্জ থানা ও একবালপুর থানা। এর পরে তিনি লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর হয়ে সরাসরি পৌঁছে যান মির্জা গালিব স্ট্রিটের ফায়ার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে। ইতিমধ্যেই থানাগুলিতে মহিলাদের জন্য

আলাদা হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। সেখানে কী পরিকাঠামো রয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ডেস্কে বসে থানার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় তাঁকে। সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে মহিলারা কোথায় যানেন, তার হেল্প ডেস্ক কোথায়, কী ভাবে সেই অভিযোগ নেওয়া হয়, সেখানকার দায়িত্বে কারা আছেন, কী ভাব কাজ হচ্ছে সবই খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়াটগঞ্জ থানা, একবালপুর থানার ওসিদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পোর্ট ডিভিশনের মধ্যে এই দুই থানা

পড়ে। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী যান লালবাজারে, কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টারে। নগরপালের সঙ্গে কথা বলেন কিছুক্ষণ। এর পরে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিউ ধরে রওনা দেয় মির্জা গালিব স্ট্রিটে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার রয়েছে। সেখানে উপস্থিত অধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি ফায়ার ব্রিগেডের বর্তমান পরিকাঠামো, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকা গাড়ি সংখ্যা এবং একটি কর্মীর উপস্থিতি সংক্রান্ত বিস্তারিত খোঁজ নেন।

‘কলকাতার ভালবাসা ভোলার নয়, তবে বাংলাদেশ ফিরতে চাই!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ ১৯ বছরের দীর্ঘ নির্বাসন কাটিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় পা রেখেছিলেন বিবেকিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। গত ৬১ জুলাই শহরে এসেছিলেন তিনি। তবে তাঁর এই সফর দীর্ঘায়িত হল না, বুধবার সকালে শহর ছাড়লেন এই কলকাতার সফরকে কেন্দ্র করে নানা মহলে ব্যাপক কৌতূহল ও জল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। বুধবার সকালে কলকাতা হাজার আগে সাংবাদিকদের মুগ্ধমুখি হন তসলিমা। দীর্ঘ দিন পর কলকাতায় কাটানো দিনগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ আবেগপ্রণ হয়ে পড়েন। কলকাতা শহরের প্রতি নিজের অগাধ ভালোবাসার কথা জানিয়ে লেখিকা বলেন, “কলকাতায় এসে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এই শহরের সঙ্গে আমার অনেক জড়িত। আগামী বইমেলাতেই আবার কলকাতায় আসার ইচ্ছে আছে। এমনকি মাঝের অক্টোবর



মাসেও একবার আসতে পারি।” শহরের সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি আরও যোগ করেন, “এবারের সফরে কলকাতার মানুষের কাছ থেকে যে ভালবাসা ও উষ্ণতা পেয়েছি, তাতে সত্যিই আমার চোখে জল চলে এসেছে। এগুলো আমার জীবনের খুব সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।” সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যখন তাঁর আবেগঘন গলায় নিজের জন্মভিটে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। দীর্ঘ বহু বছর ধরে নির্বাসিত জীবনে কাটাতে নিজের মাতৃভূমির প্রতি আকুলতা যে একটিও কমেনি, শহর ছাড়ার সময় স্পষ্ট হল তাঁর বক্তব্যে। জুলাই মাসের শেষ দিনে যখন তসলিমা নাসরিন কলকাতায় আসাছিলেন, তখন সামাজিক মাধ্যমে অতান্ত উৎসাহিত হয়ে লিখেছিলেন, “আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।” দীর্ঘ প্রায় দু’দশক পর তাঁর এই কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে নানা মহলে ব্যাপক কৌতূহল ও জল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। বুধবার সকালে কলকাতা হাজার আগে সাংবাদিকদের মুগ্ধমুখি হন তসলিমা। দীর্ঘ দিন পর কলকাতায় কাটানো দিনগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ আবেগপ্রণ হয়ে পড়েন। কলকাতা শহরের প্রতি নিজের অগাধ ভালোবাসার কথা জানিয়ে লেখিকা বলেন, “কলকাতায় এসে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এই শহরের সঙ্গে আমার অনেক জড়িত। আগামী বইমেলাতেই আবার কলকাতায় আসার ইচ্ছে আছে। এমনকি মাঝের অক্টোবর

কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তসলিমা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবীকরণ বা রিনিউ করতে অস্বীকার করছে। এখানেই শেষ নয়, বর্তমানে তাঁর কাছে যে সুইডিশ পাসপোর্টটি রয়েছে, সেটিতেও বাংলাদেশ সরকার কোনও ভিসা প্রদান করছে না। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে তিনি নিজের জন্মভূমিতে পা রাখতে পারছেন না। দীর্ঘ ১৯ বছর পর কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর এই বক্তব্য নতুন করে কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্য ও রাজনৈতিক মহলে।

তোলাবাজির অভিযোগে ২২ কর্মীকে সাসপেন্ড করল বিজেপি!

কড়া বার্তা রাজ্য নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে এবার বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য বিজেপি। একসঙ্গে ২২ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে, বিশেষ করে কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছিল। সেই অভিযোগের জেরে দীর্ঘদিন ধরেই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল। অবশেষে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়ে অভিযুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল বিজেপি। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ



নেতাদের মধ্যে এই ইস্যুতে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিং এবং অগ্রিমিত্রা পালকে। বিভিন্ন সভা এবং দলীয় বৈঠকে তারা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন যে, তোলাবাজির মতো অভিযোগ দল কোনওভাবেই বরণান্ত করবে না। সম্প্রতি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছিলেন, তৃণমূলের ছেড়ে যাওয়া এই (তোলাবাজির) সমস্যা নিয়ে হ্যাঁলে ডিমের অভিমুখ ঘুরে যেতে পারে। একই সঙ্গে তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, “পনেরো দিন সময় দিচ্ছি শুধরে যান, নয়তো এরপর পত্তাতে হতে পারে।” তাঁর এই

কিন্তু বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও উত্তর দেননি। আবার যারা উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক বলে মনে করেন দলীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সেই কারণেই মোট ২২ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলের অন্দরে এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাজ্য বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে যে, ক্ষমতায় আসার পর দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ওড়া তোলাবাজির অভিযোগকে হালকাভাবে দেখা হবে না। সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে

● এরপর ৬ পাতায়...

বিদেশ যাওয়া আপাতত স্থগিত?

অভিষেকের একটাই পণ ‘এসএসকেএম যাব না’



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধল বৈধ। অনুমতি না পেয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, শীর্ষ আদালত ফের মামলা পাঠায় কলকাতা হাইকোর্টে। সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তারপরই বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার আবেদন নিয়ে শুনানি হল হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। আর এদিন শুনানিতে ফের ধাক্কা মেলেন অভিষেক। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এসএসকেএম হাসপাতালে চোখ দেখান তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু, এসএসকেএম-এ চোখ দেখাতে নারাজ অভিষেক। শেষপর্যন্ত আবেদন প্রত্যাহার করতে চান তিনি। তারপরই মামলাটি খারিজ করেন বিচারপতি সৌগত

ভট্টাচার্য। এদিন মামলার শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী রেবেকা জন বলেন, “এর আগে তদন্তকারী সংস্থাকে সাত দিন আগে নোটিস দিয়ে গিয়েছেন তাঁর মক্কেল। কলকাতায় স্ত্রী ও বাচ্চার রয়েছে। তাঁর মক্কেলের প্রতি মুকদম্বা জানা যায়। সাংসদ হিসেবে যে কোনও দেশে যেতে পারেন তিনি।” তখন বিচারপতি বলেন, “সমস্যা হল বিধাননগর পুলিশ থানায় একাধিক আলাদা মামলা বিচারায়মান আছে। একটি মামলা হলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু আদালত মনে করছে, কলকাতায় কিংবা রাজ্যের বাইরে হলেও এই চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই।” বিচারপতি আরও বলেন, “বিদেশ কিংবা দেশ, আজকের দিনে চিকিৎসাক্ষেত্রে ম্যাটার করে না।” বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অপথ্যালমোলজি এসএসকেএম-এ যেটি বিখ্যাত, সেখানেই তিনি চিকিৎসকের কমিটি পরীক্ষা করবে। চেক করবে আজ। পরশু রিপোর্ট দেবে। তারা যদি মনে করে, কলকাতা কিংবা দেশের যে কোনও আই হাসপাতাল চিকিৎসা হতে পারে। অভিষেকের আইনজীবী রেবেকা জন তখন জানান, তাঁর মক্কেল এসএসকেএম-এ চিকিৎসা করতে চান না। অভিষেকের আইনজীবী বারবার বলেন, তাঁর মক্কেল চিকিৎসা কমিটিনি করতে বিদেশে যেতে চান। কারণ, বিদেশেই তাঁর চোখের চিকিৎসা চলছে। যদি ট্রিটমেন্ট এখানে সম্ভব হত, তাহলে বলতেন না। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, নির্দেশে কী লিখব আপনি এসএসকেএম-এ যেতে চান না। বিপাকে পড়ে মামলা প্রত্যাহার করতে চান অভিষেকের আইনজীবী। মামলা প্রত্যাহারের আবেদন শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, “শীর্ষ আদালতের নির্দেশ। শুনেও হবে এই মামলা। ফলে এটা প্রত্যাহার করতে দেব না। সুপ্রিম কোর্টের অনেক বিচারপতি দেশেই চিকিৎসা করান।” একইসঙ্গে বিচারপতি বলেন, “অভিষেক যে চিকিৎসকের উল্লেখ করেছেন আবেদনে, সেই চিকিৎসকের রেজিস্টার নম্বর নেই সেখানে।” এরপর অভিষেকের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় গুণাল থেকে চিকিৎসকের বাতায়ন ডিটেলস পড়ে শোনান। তাঁর বক্তব্য, শীর্ষ আদালতের বহু বিচারপতি বাইরেও যান চিকিৎসা করতে। অভিষেকের আইনজীবী বলেন, “আমরা শুধু দেশের বাইরে যেতে চেয়েছি। এসএসকেএম-এ যাওয়ার জন্য আমার মক্কেল কোনও নির্দেশ দেননি।” শেষ পর্যন্ত অভিষেকের মামলা খারিজ করেন বিচারপতি। বিদেশে চোখের চিকিৎসা করতে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘প্রতিবাদ চলাকালীন হিংসা রুখতে তরুণদের কথা শুনুক রাষ্ট্র’, ‘সংসদ চলো’ মামলায় জানাল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ যেকোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হিংসা থামানোর জন্য সমাজ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হাতিয়ার হল তরুণ প্রজন্মের কথা শোনা এবং তাদের বোঝানো। শক্তির দম্ব দেখিয়ে তাদের দমন করতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে – বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরল সুপ্রিম কোর্ট। রাজধানী দিল্লিতে গত ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত ‘সংসদ চলো’ অভিযানের সময়ে ছড়িয়ে পড়া চরম বিশৃঙ্খলা ও হিংসার ঘটনায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে একটি জন্মসার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ডি মোহানোর বেঞ্চে আবেদনটি শুনতে সম্মত হয়েছে।

এর পাশাপাশি, ছাত্র আন্দোলন ও তা দমন করতে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে গুণ্ডা মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ সংক্রান্ত যে একগুচ্ছ মামলা আগেই বিচারায়ন রয়েছে, সেগুলির সঙ্গেই এই নতুন আর্জিটিকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্টে এই নতুন আবেদনটি জমা দিয়েছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রাক্তন অধিকারিক মণীশ সোলাঙ্কি। তাঁর দাবি, গত ২০ জুলাইয়ের তাগুবের জন্য আন্দোলনের আয়োজকদের এবং হিংসায় জড়িতদের জবাবদিহি করতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। আবেদনের আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেসব হিংসা বা গোলামারের মামলা দায়ের হয়েছে, শুধুমাত্র কোনো রাজনৈতিক রক ক্যাফির ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি বিজেপির চালাওভাবে প্রত্যাহার না করে নেয়। একই সঙ্গে, যারা

পুলিশ বা নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে কটু মন্তব্য বা অমান্যনাকর মন্তব্য করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে তাঁদের দিয়ে বাধ্যতামূলক



‘কমিউনিটি সার্ভিস’ বা সমাজসেবামূলক কাজ করানোর নির্দেশ দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে। শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর আইনজীবী রিজওয়ান আহমেদ আদালতে সওয়াল করে বলেন, সরকার এবং

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলা হলেও, এই তাগুবের মূল উদ্যোক্তারা কিন্তু কোনও আইনি জাঁতাকলে না পড়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, “১৫ দিন কেটে গিয়েছে। একটি অভূত স্পর্শকাতর এলাকায় চরম নৈরাজ্য তৈরি করার পর সেই আয়োজকরা এখন নিশ্চিন্ত এক টিভি চ্যানেল থেকে অন্য টিভি চ্যানেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উল্খানিমূলক ভাষণ

দিচ্ছেন এবং আগুন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্তে সরকার হয়তো কিছুটা রক্ষণাব্যব ব্যাকফুটে রয়েছে, কিন্তু সমাজ বা দেশের শীর্ষ আদালত তা থাকতে পারে না।” জবাবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ইঙ্গিত দিয়ে, এই বিষয়টিও আদালতে বিচারায়ন। অন্যান্য বৃহত্তর মূল মামলাগুলির সঙ্গেই খতিয়ে দেখা হবে। বেঞ্চ মন্তব্য করে, “যেহেতু এই সংক্রান্ত আরও অনেক যুক্তিনির্ভর বিষয় আমাদের বিবেচনামান রয়েছে, তাই এটি ওই মূল মামলার সঙ্গেই শোনা যুক্তিযুক্ত। সব রকমের পরামর্শ, মতামত এবং ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি শোনার জন্য আমরা প্রস্তুত।” আবেদনকারীর আইনজীবী যখন মামলাকারীদের বিরুদ্ধে নোটিস জারির জোর দাবি জানান, তখন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে পুনর্বক্ত করে যে তরুণ আন্দোলনকারীদের সালালোনের ক্ষেত্রে সংখ্যাত নয়, বরং চরম ঝেঁও ও সংঘর্মের পথ বেছে

নেওয়া দরকার। বেঞ্চের মন্তব্য, “তরুণদের শান্ত করা ও কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন। ‘সর্বশক্তিমাম রাষ্ট্র’-এর নামে তাঁদের ওপর কোনও আগ্রাসী বা কঠোর পদক্ষেপ করা হলে পরিস্থিতি আনাব্যাকমাত্রায় জটিল হয়ে উঠতে পারে এবং হিংসা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেকোনও মূল্যেই এই প্রবণতা এড়াতে দরকার।” অন্যদিকে, আবেদনকারীর আইনজীবী রিজওয়ান আহমেদ পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেন, শুধু রাজনৈতিক সুবিধার্থে অপরাধের মামলা তুলে নেওয়া হলে ইট-বৃষ্টি করা দুষ্কৃতীরা পার পেয়ে যাবে, যা কোনওভাবেই হতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি আদালতকে বলেন, “আমরা কমিউনিটি সার্ভিস বা সামাজিক সেবার পক্ষে সওয়াল করছি। কিন্তু যারা পাথর ছুড়েছেন, তাঁদের এভাবে ছাড় দেওয়া যায় না। গতকালও রাজস্থানে পাথর ছোড়ার

● এরপর ৬ পাতায়...

ওড়িশা সফরে বিশেষ ট্রেনে সফর রাষ্ট্রপতির, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি



ভুবনেশ্বর, ৫ আগস্ট : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু ওড়িশা সফরে। ৩-দিনের এই সফরের দ্বিতীয় দিনে রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার বিশেষ ট্রেনে ভুবনেশ্বর থেকে ব্রহ্মপুর পর্যন্ত যান। এই বিশেষ ট্রেনের দিল্লি থেকে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি। ভুবনেশ্বর ও ব্রহ্মপুরের মধ্যে রেলপথে যাত্রায় সময় লাগে প্রায় দুই ঘণ্টা দশ মিনিট। যাত্রাপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মূল ট্রেনটির আগে ও পেছনে দু’টি এসকর্ট ট্রেনও চলে। ওড়িশার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে, মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু ওড়িশার রাজ্যপাল হরি বাবু কাশ্চামপতি ও মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাধির সঙ্গে ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ব্রহ্মপুরগামী বিশেষ ট্রেনে যাত্রা শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মুই হলেন ভারতের প্রথম ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি যিনি ট্রেনে করে ব্রহ্মপুর রেল স্টেশনে অগ্রণ করছেন।কমিশনারেট অফ পুলিশ, গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স-এর পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ভুবনেশ্বরে স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বহু-স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির বিশেষ ট্রেনটির জন্য সরাস্ক্রিত রাখা হয়েছিল।

কেরলমে বৃষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু বেড়ে ২৬, নিখোঁজ ৪ জন

তিরুনান্তুপুরম, ৫ আগস্ট : কেরলমে বৃষ্টিজনিত কারণে বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। বুধবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের, আহতের সংখ্যা ১১৫ এবং আঘাত ৪ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী ডি ডি সতীশন বলেছেন, বৃষ্টিজনিত দুর্ঘোগের কারণে বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ৪৬২টি গ্রাণ শিবির চালু রয়েছে, যেখানে ২৭,০৪৮ জন মানুষ আশ্রয় নিচ্ছেন। এর মধ্যে পাশানামিথায় ১৫৭টি, কোট্রায়ামে ১৫৪টি এবং আলাপ্পুধায় ৮১টি শিবির রয়েছে। বৃষ্টিজনিত দুর্ঘোগে রাজ্যে মোট ২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ১১ জন আহত হয়েছেন এবং চারজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে।

রিচার্জের ৫০ টাকা না পেয়ে আত্মঘাতী নাবালক মউ, ৫ আগস্ট : মোবাইল রিচার্জের জন্য ৫০ টাকা না পেয়ে আত্মঘাতী হল এক নাবালক। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মউ জেলার রঘুনাথপুরায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার বাড়ির ভিতরেই গলায় ফাস লাগানো অবস্থায় ওই নাবালকের দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, মোবাইল রিচার্জ করার জন্য সে মায়ের কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল। টাকা দিতে অস্বীকার করায় অভিমানে সে এই চরম পদক্ষেপ নেয়। খবর পেয়ে কতোতোয়ালি সদর থানার সিরিগাব ফার্ডির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন নগর পালিকা পরিষদের চেয়ারম্যান আরশাদ জামাল এবং তাদের সমবেদনা জানান।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনুপ কুমার জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ‘ফায়ার ফ্রি’ মোবাইল গেম খেলার জন্য রিচার্জ করতে ৫০ টাকা চেয়েছিল ওই নাবালক। মা টাকা দিতে অস্বীকার করায় সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তবে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকানন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বিষয়সে গ্রহণ করা হয়। এই মন্তব্য ভ্রান্তরোগের স্পেশাল ব্রহ্মি আশ্রম্ণে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

লোকসভায় পাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল, রাজ্যসভায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধিকরন বিল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ আগস্ট :লোক সভায় গত মঙ্গলবার ‘অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (নং-৬) বিল, ২০২৬’ পাস হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ বিলটি উত্থাপন করেন। এই বিলটি ভারতের ‘কনসোলিডেটেড ফান্ড’ (সমষ্টিত তহবিল) থেকে অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন দেয় যার উদ্দেশ্য হলো ৩১ মার্চ ২০২৬-এ সমাপ্ত অর্থবছরে নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবার জন্য অনুমোদিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত

৯ আগস্ট থেকে রেওয়া-কলকাতা ও রেওয়া-ভোপাল বিমান পরিষেবা শুরু



ভোপাল, ৫ আগস্ট : মধ্যপ্রদেশের রেওয়া বিমানবন্দর থেকে আগামী ৯ আগস্ট থেকে রেওয়া-কলকাতা এবং রেওয়া-ভোপাল (৭২ আনাবিশিষ্ট) বিমান পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র কিশোরাপু রামমোহন নাইডুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান।গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে রাজেন্দ্র শুল্ক জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশনা এবং মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবের নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশে বিমান যোগাযোগের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। রেওয়া থেকে কলকাতা ও ভোপালের নতুন বিমান পরিষেবা চালু হলে বিক্া অঞ্চলে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন

ইনচুড়া বিষহরি মেলা ঘিরে প্রস্তুতি, প্রশাসনিক বৈঠকে নিরাপত্তা ও পরিষেবায় জোর

হুগলি, ৫ আগস্ট : ইনচুড়া বিষহরি মেলাকে কেন্দ্র করে মেলার প্রস্তুতি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মেলার সূচু আয়জনে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আগত সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয় নিয়ে বুধবারের এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।বৈঠকে উ পস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী সুমনা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য দফতরকে কর্মীরা। মেলা চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, ভিড নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।মেলায় দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগমের কথা মাথায় রেখে

পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার বিষয়গুলিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসন ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রী সুমনা সরকার জানান, মেলার আয়োজন যাতে সূচু ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয় এবং সাধারণ মানুষ কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়েই প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।প্রশাসন, পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের সমষ্টিত উদ্যোগে ইনচুড়া বিষহরি মেলাকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও জনবান্ধব করে তোলাই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য বলে জানা গেছে।

বড়দোয়ালী স্কুলকে ‘ মডেল স্কুল’ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ, এবার রাজ্যজুড়ে স্কুল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ আগস্ট : রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ নিলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ বা ‘ মডেল স্কুল’ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, এখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সফরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি বিদ্যালয়ও নিয়মিত পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।রিবার বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মধ্য দিয়েই এই নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা, ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মণ্ডল নেতৃত্ব এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা।পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ, পরিকাঠামো এবং শিক্ষার পরিবেশ ঘুরে দেখেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খোঁজখবর

নেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি।পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাসামগ্রীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগে রয়েছে। অন্যদিকে, অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয় এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সরকারি বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম আরও

লোহা কারখানার দেওয়াল ভেঙে লিলুয়ায় দুঃসাহসিক চুরি



সুমন আদক, হাওড়া, ৫ আগস্ট : গিলয়ার গোলবাড়িতে কারখানার দেওয়াল ভেঙে লোহার মালপত্র চুরির অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতিকে হাতেনাতে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে চলে ‘প্রহার’। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে কারখানার পিছনের দিকের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে সেখান থেকে মালপত্র চুরির অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি একটি টুলি ভান চুরি করে নিয়ে যায় তারা। অন্যদিকে এর পাশাপাশি চোরের দল কারখানায় চুরি করতে এসে একটি সাইকেল ফেলে চলে যায়। সকালে সেই সাইকেল খুঁজতে এলাকায় ঢুকলে তিনজনকেই হাতেনাতে ধরা হয়। এরপর উত্তমধাম দিয়ে তাদের লিলয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই এদিন অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেন স্থানীয় লোকজনে। কারখানার মালিক দীপক জয়সওয়াল বলেন, ‘রাতের অন্ধকারে তিন দুষ্কর্তী কারখানার পিছনের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে লোহার প্লেট, চাকতি চুরি করে নিয়ে যায়। আমরা রেলওয়ের মাল কিনি। তারপর সেগুলি এখানে ফেরিক্টে করা হয়। এরপর সেগুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়। এর আগে গত সপ্তাতেও একবার আরেকটি চুরি হয়েছিল। কারখানার লোহার অ্যাস্কেল চুরি হয়েছিল। ফের গতকাল রাতে ঘটনা ঘটে।’ স্থানীয় বাসিন্দা সাগরিকা বিশ্বাস বলেন, ‘আমার টুলি ভান রাতে চুরি হয়ে যায় সকালবেলা গিয়ে দেখি আমার ভান নেই। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখি ভানটিকে তিনজন মিলে চুরি করে নিয়ে গেছে। আর ওদের একটা সাইকেল ফেলে রেখে গেছে। সকালে ওই সাইকেলটা ওরা আনতে এলেই আমি ওদের কলার চেপে হাতেনাতে ধরে ফেলি। বলি আমার ভান ফেরত দাও। ওরা স্বীকার করে চুরির কথা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায় রাত ১১-৪০ মিনিট নাগাদ চুরির ঘটনাটি ঘটে। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। আমরা চাই এদের উপযুক্ত শাস্তি হোক।’

কিশোর কুমারের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ আগস্ট : ভারতের মহান গায়ক কিশোর কুমারের ৯৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ততীপাড়া তারের জাল কারখানা মোড়ে এক সম্মেলিত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। কিশোর-অনুরাগী কচি মাইতির উদ্দেশ্যে ও এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এদিন সাড়ম্বরে পালন করা হয় ।

আমতায় তাল পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪ মাসের শিশুর, শোকে শুদ্ধ গোট্টা এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ শুগস্ট : হাওড়ার আমতায় এক মর্মান্তিক দৃশ্যটায় প্রশ্ন হারাল মাত্র ১৪ মাসের এক শিশু। পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক বিকেল কাটাতে বেরিয়েছিল সো। দিদির সঙ্গে তিন চাকার সাইকেলে চেপে পাড়ার দোকানের দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই রাস্তার ধারের একটি তালগাছ থেকে খসে পড়া তাল আঘাত এনে পড়ে শিশুটির মাথায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। গভীর রাতে চিকিসাধীন অবস্থা মৃত্যু হয় শিশুটির মাথায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোট্টা এলাকায়।

স্বাধীনতা দিবসে ১১ ট্যাবলোয় নয়া সরকারের উন্নয়নের বলক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ শুগস্ট : রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এবার প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হতে চলেছে নতুন আঙ্গিকে। ১৫ আগস্ট কলকাতার রেড রোডে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে একাধিক প্রকল্পকে এবারের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, কেন্দ্রের প্রকল্প এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অবদানকে তুলে ধরেই সাজানো হবে এবারের ট্যাবলোগুলি। সরকারি সূত্রে জানা

গিয়েছে, মোট ১১টি ট্যাবলো রেড রোডে কুচকাওয়াজের অংশ হিসেবে প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি হেলিকপ্টার থেকে পুণপর্বষ্টিও আয়োজন করা হয়েছে, যা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে। নব্বায় সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সরকারের চালু করা একাধিক প্রকল্পকে এবারের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্নপূর্ণা যোজনা, ভিবি জি রামজি প্রকল্প, আবাস যোজনা, মল্লিকায়ের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রার মতো বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বিষয়সহ ট্যাবলোগুলিতে ফুটিয়ে তুলো

ভবানীপুর নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ মামলায় শুভেন্দুর জবাবের জন্য চার সপ্তাহ সময়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ আগস্ট : ভবানীপুর বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। মামলায় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য চার সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদনকে খিঁরে আদালতে দুই পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত শুভেন্দুর পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করে চার সপ্তাহের সময় দেন। পাশাপাশি মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে নিজেদের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অনুলিপি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একে অপরের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশও দেন আদালত। মামলার শুনানির সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ তালেন। লিখিত জবাব দাখিলের জন্য এত দীর্ঘ সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুনানির সময় তিনি ক্ষেত্র প্রকাশ করে বলেন, কলকাতা হাই কোর্টে নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তি অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন ধরে তুলে থাকে। তার দাবি, পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও বহু নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তি হয় না। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বাণ্যাত্মক বিষয়। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী জয়দীপ কর আদালতে জানান, এটি প্রথমবার

তাঁদের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হচ্ছে। তিনি আদালতকে আশ্বস্ত করেন যে, পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনেই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং সংশ্লিষ্ট ইডিএম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রমাণ নষ্ট হওয়ার বা মামলার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তাই লিখিত জবাব প্রস্তুত করার জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় দেওয়া হলে তদন্ত বা বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত পর্যবেক্ষণ করেন যে, শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে এই প্রথমবার সময় চাওয়া হয়েছে। সেই কারণেই আদালত তাদের আবেদন গ্রহণ করছে। বিচারপতি নির্দেশ দেন, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মামলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক পক্ষকে নিজেদের কাছে থাকা সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথির কপি অপর পক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই নির্দেশে পালন করা হয়েছে বলে হলফনামাও আদালতে জমা দিতে হবে। চার সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এই মামলায় আরও একটি নতুন দিক সামনে এসেছে। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক প্রার্থী মামলায় নিজেকে পক্ষভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি কলকাতা হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে কাছে টিচি পাঠিয়েছেন বলে আদালতে জানানো হয়েছে। বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত সেই আবেদন নিয়ে, রেজিস্ট্রার

বেলুড়ের অস্থিকা জুটমিলে ভয়াবহ আগুন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ আগস্ট : বুধবার সকালে হাও়ার বেলুড়ের অস্থিকা জুটমিলে ১৬ নম্বর ইউনিটের কাটিং সেকশনে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই ইউনিটে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ থাকায় নিমিষেই আগুন বড়সড়ো আকার নেয়। খবর পেয়ে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আসে বেলুড় থানার পুলিশ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রায় সা।ে ৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও দুপুর ২টা পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলেছে। আগুন তখনও পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। তবে, হতাহতের খবর নেই। দঙ্গল সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু হয়। দুপুর দুটো পর্যন্ত আগুন তখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

৳ ডুরোপ্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড CIN: L28211WB1957PLC023493 নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯ পল্লি চাঁচি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ প্রধান কার্যালয়ঃ নর্থ ব্লক, ৪র্থ ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬ ফোনঃ ০৩৩-২২৬৪২২৭৪ ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
--

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড					
CIN: L63040WB1986PLC040796					
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯, নেতাঞ্জি সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা, গুজরাট - ৭০০ ০০১					
ই-মেলাঃ info@tspiritualworld.com; ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com					
৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাগু প্রথম ত্রৈমাসিকের নির্ধারিত বিনিময়					
সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেয়ুন					
(দল্ক ট্যাক্স)					
ক্রম নং	বিবরণ	৩০শে জুন ২০২৬-এর সমাগু প্রাক্তিক	৩১শে মার্চ, ২০২৬-এর সমাগু পর্যন্ত প্রাক্তিক (সেবি নং ২ দেয়ুন)	৩০শে জুন ২০২৬-এর সমাগু পর্যন্ত প্রাক্তিক	৩১শে মার্চ ২০২৬-এর সমাগু পর্যন্ত প্রাক্তিক
		নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন থেকে মোট আয়	১.২৪	০.১৮	০.১৮	৮.৭২
২.	আলোচ্য সময়ের টিট মুনাফা(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(৭.২৮)	(৬.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৩.	কর-পূর্ত নিট মুনাফা(ক্ষতি) (অসাধারণ এবংঅসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(৭.২৮)	(৬.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৪.	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অসাধারণ এবংঅসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(৭.৭৮)	(৬.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৫.	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় সমসেরে জন্য লাভ (ক্ষতি)(কর -পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত	(৭.৭৮)	(৬.৬৬)	(৯.৪২)	(১৬.৮৭)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মুদ্রদন	২,০০০.২০	২,০০০.২০	২,০০০.২০	২,০০০.২০
৭.	সংরক্ষিত তহবিল (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উৎপত্তির সমষ্টি) নুনমূল্যদান বিজ্ঞার তা তহবিল ব্যতীত)				(১,৮৮৬.৭২)
৮.	শেয়ার প্রতি আয়(প্রতিটি ১০-টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়,তবেসমাপ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)স্টেক ও ডাইলিউটেড	(০.০৪)	(০.০২)	(০.০৫)	(০.০৮)

দ্রষ্টব্যঃ

১)উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (লিসিৎ অবলিশমেনস অ্যান্ড ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৬৬-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিব্যানের একটি সাধারণ। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবাস্যটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট-যেমন www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.tspiritualworld.com-এও এটি উপলব্ধ।

২)৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাগু ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হবে ৬১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাগু সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জিত পরিসংখ্যানের মতাকার পার্থক্য বা ব্যালেন্স ফিগার।

আর্থিক ফলাফল বিজ্ঞপ্তিভাংয়ের সেনেট কিংডমার (QR) কোডটি স্ক্যান করুন।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের অ্যামস্পেকের সচিব বাহাদুর রণজিত সো

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড					
পি-১৫, নিউ সিটি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬					
ওয়েবঃ www.championcommercial.in ফোনঃ mumbail@singhaniagroup.com টেলিফোনঃ ৯১ ৩৬ ২২৬৭২১৯০					
চিন L51909WB1982PLC34891					
৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাগু প্রতিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ					
ক্রম নং	বিবরণ	(দল্ক ট্যাক্স)			
		সমাগু প্রাক্তিকের জন্য	সমাগু প্রাক্তিকের জন্য	বছর শেষ	
		৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	
১.	পরিচালন-জনিত মোট আয়	২০১.৭২	১৭০.৫৯	২৬২.০০	
২.	আলোচ্য সময়ের টিট মুনাফা(কর,ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ-এর পরে)	৯৪.৫৫	৫১.৭৫	-২৫০.০৬	
৩.	কর-পূর্ত নিট মুনাফা(অসাধারণিক এবং অসাধারণ বিষয়সমূহের পর)	৯৪.৫৫	৫১.৭৫	-২৫০.০৬	
৪.	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা(অসাধারণিক এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	৬৯.৮৬	২৯.৫৫	-১১৮.৭২	
৫.	উক্ত সময়ের মোট সমষ্টিত আয়রার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উক্ত সময়ের মুনাফা (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমষ্টিত আয় (কর পরবর্তী)	৭২৬.৬০	১২৩২.৪৮	-৮২৫.৩৬	
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলদন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০- টাকা মূল্যের) (চলমান ও বন্ধ হবে যোগ্য কার্যক্রমের জন্য)মৌলিক / ডাইলিউটেড	৩৪.৯২	৪৯.৭৭	-১০৬.৮৬	
দ্রষ্টব্যঃ					
১.উপরেক্ত ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশকৃত এবং এই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্বদ সমাগু পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সর্বাধিকমূল নির্ধারকগণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা করেছেন।					
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে		স্বাক্ষর :-			
স্থানঃ মুম্বাই তারিখঃ ০৫.০৬.২০২৬		বহনস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সো			

লিলুয়ায় মদের আসরে গুলি, আহত যুবক হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ আগস্ট :হাওড়ার লিলুয়ায় গভীর রাতে মদের আসরকে কেন্দ্র করে গুলিচালনার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায়গুলিবিরূি হন মালিসা নামে এক যুবক। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে এবং গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে লিলুয়ার বার্মা কলোনি এলাকায় মালিসা ও তাঁর এক বন্ধু একসঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন। সেই সময় কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু’জনের মধ্যে তীব্র বাচসা শুরু হয়। অভিযোগ, কল্যাণকাটারির এক পর্যায়ে ওই বন্ধু আচমকই একটি আগেরাস্ত্র বের করে মালিসাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লাগতেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মালিসা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত যুবক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

মেডেস লায়োনেট লিমিটেড CIN: ১17279WB19PLC034216
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ কলক নং ৪০৭, ৪র্থ তল, প্রাক্তন নং ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেলাঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com
৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ব্রোজার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ‘ম্যডেল লায়োন্টে লিমিটেড’-এর ৪৪তম (ত্র্যাহিগতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ২৪শে আগস্ট, ২০২৬, সোমবার দুপুর ১.৩০-এ (IST) শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি ২৪.০৭.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন স্টেশন সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিগুলোর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এমসিএ (MCA) এবং সেবি (SEBI)-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি বা মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ২. সেবি (লিসিৎ অবলিশমেনস অ্যান্ড ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৬৬(১)(বি) অনুযায়ী, ২৪শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে স্টেশন সদস্যকে একটি টিচি পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের পৃথক রিভার পাওয়ার সফট ওয়েব-লিঙ্ক বা পথ (path) উল্লেখ রয়েছে। এই সাক্ষার কোম্পানি, কোনো ডিপোজিটরি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করবেন। ৩. কোম্পানির ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন তার মতো ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণিত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- তা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, সেগুলি ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ওয়েবসাইটে পাঠানো হবে। evolvingindia.com-এও এর একটি প্রতিলিপি পাওয়া যাবে। ৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘আইন’)-এর ধারা ১০৭-এর সাথে পঠিত কোম্পানি (বহনস্থাপনা ও প্রদানস) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিবি ২০ (সমসের সমসে সংশোধিত) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের এমসিএ (MCA) সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯১০২৪ এবং সেবি (LODR) বিধিমালা, ২০২৫-এর গ্রথিধান ২০২৪-এর সাথে পঠিত ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের সেবি (SEBI) বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CDF-P0D2/CIR/2024/133-এর বিধান অনুযায়ী-কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর সভার পূর্বে এবং সভা চলাকালীন ‘রিমোট ই-ভোটিং’ (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) এর সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসআর (CDSL)-কে নিযুক্ত করেছে।রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নিদেশাবলি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরুর	দূরবর্তীকালীন	২০ আগস্ট, ২০২৬ (সকাল ৯.০০টা)
দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তি	বিবিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত (বিকাল ৫.০০টা)	

এরপর ভোটগ্রহণের জন্য সিডিএসআর (CDSL)-এর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ ও সমসের পরে সদস্যদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাবিকার সোমবার, অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ (‘কাট-অফ তারিখ’) তারিখে কোম্পানির পরিষেবিত ইকুইটি শেয়ার মূল্যের তাদের অংশের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। সভার চলাকালীন ‘রিমোট ই-ভোটিং’ (দূর

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ আশ্বিন, ১৪৩৩

ইতিহাসবিদ অতুল সুর

অর্থনীতিবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ এবং প্রাবন্ধিক অতুল সুর। তিনি প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ লেখেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়ে এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৮ সালে নৃতত্ত্ব নিয়ে এম.এ. করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেন এবং স্বর্ণপদক পান। Cum Laude সম্মানসহ অর্থনীতিতে ডি.এস.সি উপাধি পেয়েছেন। ব্রিটিকস্ সারকেল অফ ইন্ডিয়া থেকে CCI Award পেয়েছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে ‘সুশীলাদেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। বর্ধদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যত্র অধ্যাপনা করেছেন। ৩৪ বছর কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৪১ বৎসর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ সংস্থার বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ করেছেন। তিনি মহেঞ্জোদাড়ো প্রত্নতত্ত্বের কাজেও যুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি একাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সমাজ, অর্থনীতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তিনি বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই অসংখ্য মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। ‘ভারতে মূলধনের বাজার’, ‘ভারতের বিবাহের ইতিহাস’, ‘বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’, ‘বাংলা ও বাঙালি’, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাস’ প্রভৃতি তাঁর রচিত জনপ্রিয় প্রবন্ধসমূহ। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থে বাংলার জীবনযাত্রা, ধর্ম, রুচি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি সৃষ্টিস্তিতি প্রবন্ধ লেখেন। ‘বাংলার তুতাত্ত্বিক গঠন ও ভৌগোলিক রূপরেখা’ প্রবন্ধে তিনি নদীমাতৃক ভারতবর্ষের বিকাশ ও উন্নয়নের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে অঙ্কন করেন। তিনি লেখেন- নদীই বাংলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালির চরিত্র গঠন করেছে। নদীই বাংলার ভাগ্যবিধাতা। ‘মধ্যযুগের মুসলিম সমাজ’ প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক অবস্থান ও সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৭৭ সালের ‘মূলধনের বাজারের স্বরূপ’ প্রবন্ধে তিনি মূলধনি বাজার তথা শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, যুক্তির প্রতি আস্থা এবং উদাহরণ চয়নের মুগিয়ানা সর্বলক্কেই মুগ্ধ করে। তাই তার লেখাগুলি শুধুই তথ্যের ইতিহাস হয়ে যায়নি, তাঁর মধ্যে এসেছে মননশীলতার ছোঁয়া, ভাষাশৈলীর নান্দনিক দিক। ড. নীহারঞ্জন রায় এর মূল্যায়ন আমাদের সমপাঠ্যেরে লোক হয়েও আপনার পাঠ্যভিত্তি করে অভিমান নেই, নীরবে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি উন্মোচিত করে চলেছেন। আপনি আমার মত অনেকেইই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, আপনার কর্মের দ্বারা। চৌদ্দ শতকের বাঙালী থেকে- হেলেনের লেখাপড়ার খরচও ছিল খুব কম। স্কুলের মাইনে ছিল মাসিক এক আনা থেকে শুরু করে ম্যাট্রিকুলেশন (স্কুল ফাইনাল) ক্লাসে দু টাকা। কলেজের মাইনে এক টাকা (ফুদিরাম বাবুর সেনট্রাল কলেজে) থেকে শুরু করে পাঁচ টাকা (স্কটিশ চার্চ কলেজে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের মাইনে ছিল আট টাকা। পরীক্ষার ফি ছিল পনের থেকে পঁচিশ টাকা। আমার প্রথম বছরে লেখাপড়া করতে মোট খরচ হয়েছিল চৌদ্দ আনা পরয়া।

রোগশয্যায় কবিগুরু

গুরুদেবের অসুস্থতায় সবার মন খারাপ। সবাই ছুটে আসতে চান কবির কাছে। রোজ ভিড় করে আসছেন মানুষ দাঁড়িয়েনিকেতনে। বিজপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রতিদিন উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন একটিবার কবিকে যদি দেখতে পান। কবির শরীরের কথা ভেবে কাউকেই অনুমতি দেওয়া হয় না। তাঁরা আশ্রম প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীন। ময়মনসিংহ থেকে একটি অল্পবরসি তরুণ তিন-চার দিন ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কবিকে দেখতে বলে। অনুমতি পাও না, ফিরেও যাচ্ছে না বাড়ি। রানী মহালানবিশকে সামনে পেয়ে ছেলোটি কেঁদে পড়ল, একটিবার গুরুদেবকে চোখের দেখাও দেখতে পাব না! তিন দিন ধরে বসে আছি। রানী সেই কাতরতায় বিচলিত হলেন। কবির কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া এই মুহূর্তে সম্ভবও নয়। তিনি ছেলোটিকে বুঝিয়ে বললেন, কবির ক্লান্ত, দুর্বল শরীর। কাউকেই তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ওঁর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ছেলোটি কেঁদে পড়ল, একবার বাইরে থেকে দেখে চলে আসব। রানী অসহায় ভাবে তাকে ‘না’ বলে চলে এলেন। কিন্তু ছেলোটির মূখ তিনি ভুলতে পারছিলেন না। কবির ঘরে গিয়ে তিনি দেখলেন সুধাকান্তবাবু আছেন। সুধাকান্তবাবুকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে ছেলোটির কথা বললেন। শুনেই সুধাকান্ত লায়ফ দিয়ে উঠলেন, অসম্ভব। একজনকে অনুমতি দিলেই সর্বনাশ। কাউকেই আর ঠেকানো যাবে না। রানী অগত্যা বললেন, আপনি একটু ছেলোটিকে মিস্ত্রি ককা বলে বিদায় দিনে আসুন। সুধাকান্তবাবু চলে গেলেন। রানী কবির শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই রবীন্দ্রনাথ রানী ও সুধাকান্তের গোপন পরামর্শের খবর জিজ্ঞেস করলেন। কবির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রানী ছেলোটির কথা জানালেন রবীন্দ্রনাথকে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আহা, ছেলোটিকে একবার আসতে দাও না। আমি চুপ করে থাকব। কথা না বললে তো আর ক্লান্ত হ’ব না। একবারটি দেখা দিলেই কি ক্ষণে যাব? আমার ভাল লাগে না সবাইকে তেমনরা এই ভাবে ঠেকাও বলে। কথা শেষ হতে না হতে সুধাকান্তবাবু ছেলোটিকে সঙ্গে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনিও এড়াতে পারেননি সেই যুবককে। অবাক চোখে তরুণটি অসুস্থ, বৃদ্ধ, বিশ্বজরী কবিকে দেখছেন। চোখের পলক পড়ছে না যেন। অভিভূত হয়ে পড়ার মতো দৃশ্য। কত ভালবাসে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। যেন তিনি বাঙালির দেবতা। বুড়ি (নন্দিতা দেবী) গিয়ে ছেলোটিকে বলল ঘরে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে য়েও।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসং পথ পরিভ্রাণ্য করে সং পথকে অবলম্বন করে। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী

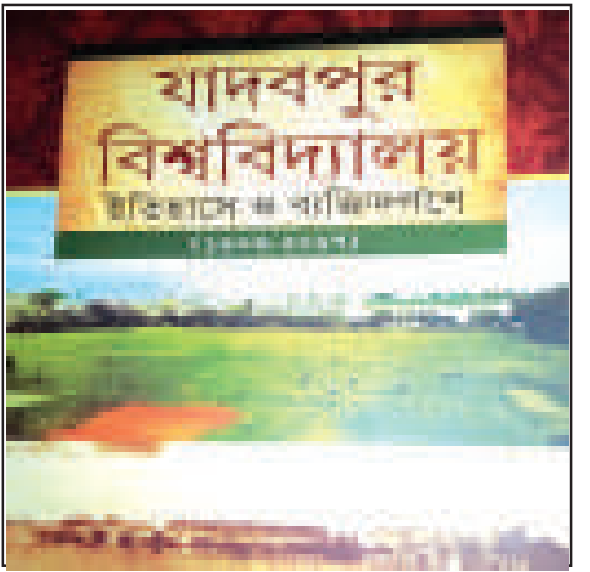
মিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিতাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসং পথ পরিভ্রা্য করে সং পথকে অবলম্বন করে। জীবনকে রক্ষা করতে হবে।

করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারণীই হচ্ছেন শক্তি। মা সারাদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পূজা করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও ব্যক্তি দর্পণে

রবীন্দ্রকুমার শীল

অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও ব্যক্তিদর্পণে (১৯০৬-২০১৭)’ বইটি রচনা করে একটি কলকাতার অন্যতম খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নতুন করে সবাইকে ভাবতে শোখালেন লেখক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে



তীর প্রতিবাদের আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যখন বাংলার যুব সমাজ উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন করার উদ্যোগ দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকার সেই সময়ে বাংলার ছাত্রদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে বহু ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। যখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। বরতে গেলে বইটি রচিত হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের সঠিক চিত্রকে ছাড়া সামনে মেলে ধরা। মনে হয়, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আগের অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও ব্যক্তি দর্পণে’র ইতিহাসে

কেউ করেছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। কেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ আন্দোলন করে চলেছে তা নিয়ে কিন্তু কেউ কোনও সময়ে গভীরভাবে ভেবেছে বা উপলব্ধি করেছে তা জানা যায় না। কোথায় ছাত্রদের মূল সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় কি তা নিয়ে কাউকে ভাবতে বা কথা বলতে দেখা যায় নি। সবাই চায় ছাত্র সমাজকে দমন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতে।

টেলিকমিউনিকੇবিভাগশন বিভাগ (১৯৫৭), ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ (১৯৬৩), ফুড টেকনোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হওয়াতে দেশের মেধাবি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের মেধাবি ছাত্ররা এবং প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সতীশ চন্দ্র মুখার্জি। এই শিক্ষায়তনের গুরু ১৯১-১, বউবাজার স্ট্রিটে,স্বল্পকাল পরে জুলাই ১৯০৭ সালে এটি ১৬৪ এবং ১৬৬ বউবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯১০ সালে মে মাস পর্যন্ত এই ঠিকানাই ছিল। ইতিমধ্যে অরবিন্দ বন্দ্যোপতরমং পত্রিকা সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ১৯০৭ সালে ২ আগস্ট প্রিন্সিপালের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলে তাঁকে আবার নিয়ে আসা হয়। তিনি এনসিই-এর হোমস্ট্র মল্লিক চৈয়ার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে আবার ১৯০৮ সালে অলিপুর বোমা মামলায় গ্রেফতার হন। তাঁর অবর্তমানে সতীশ চন্দ্র মুখার্জি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং সুপারের দায়িত্ব সামলান। ১৯০৮ সালে স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনের নাম ‘অরবিন্দ ভবন’ রাখা নিয়ে লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন। তবে স্বদেশি আন্দোলন কালে বাংলার সমস্ত সংগ্রামের যুক্ত বিপ্লবীর অরবিন্দকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। অথচ লেখক অরবিন্দ ভবন। নাম রাখা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপিত হলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন বিভাগে ফেলো প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। ১৯২১ সালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিল্প রসায়ন কেমিস্ট্রি বিভাগ এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯০৬ সালে শুরু করেন। আরও বহুজন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিভাগ। এই বিভাগ তেকে ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট আন্দোলনের সঠিক চিত্রকে ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (১৯৫৬), ইলেকট্রিনিঞ্জ অ্যাণ্ড

গড়িয়া তুলি নাই-আমাদের বঙ্গমাতার সৃষ্টিকাগুহে আজ সজীবমঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সমস্ত দেশের প্রাঙ্গনে আজ যেন আনন্দ শব্দ বাজিয়া উঠে, আজ যেন উপচোতন প্রস্তুত থাকে, আজ যেন কৃপণতা না করি...”। এই আকাশিমের প্রধান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সতীশ চন্দ্র মুখার্জি। এই শিক্ষায়তনের গুরু ১৯১-১, বউবাজার স্ট্রিটে,স্বল্পকাল পরে জুলাই ১৯০৭ সালে এটি ১৬৪ এবং ১৬৬ বউবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯১০ সালে মে মাস পর্যন্ত এই ঠিকানাই ছিল। ইতিমধ্যে অরবিন্দ বন্দ্যোপতরমং পত্রিকা সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ১৯০৭ সালে ২ আগস্ট প্রিন্সিপালের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলে তাঁকে আবার নিয়ে আসা হয়। তিনি এনসিই-এর হোমস্ট্র মল্লিক চৈয়ার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে আবার ১৯০৮ সালে অলিপুর বোমা মামলায় গ্রেফতার হন। তাঁর অবর্তমানে সতীশ চন্দ্র মুখার্জি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং সুপারের দায়িত্ব সামলান। ১৯০৮ সালে স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনের নাম ‘অরবিন্দ ভবন’ রাখা নিয়ে লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন। তবে স্বদেশি আন্দোলন কালে বাংলার সমস্ত সংগ্রামের যুক্ত বিপ্লবীর অরবিন্দকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। অথচ লেখক অরবিন্দ ভবন। নাম রাখা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপিত হলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন বিভাগে ফেলো প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। ১৯২১ সালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিল্প রসায়ন কেমিস্ট্রি বিভাগ এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯০৬ সালে শুরু করেন। আরও বহুজন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিভাগ। এই বিভাগ তেকে ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট আন্দোলনের সঠিক চিত্রকে ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (১৯৫৬), ইলেকট্রিনিঞ্জ অ্যাণ্ড

মাস্টারদার বিপ্লবী শিষ্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

চিত্রজিৎ দত্ত

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস অগ্নিবুগের বিপ্লবী । খরটো পাকা! একদম পাকা!এই সুযোগে পাকানোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। বিপ্লবীদের উপর যে লোকটা এত অত্যাচার করেছে তাঁকে শান্তি পেতেই হবে। প্রত্যরী শোষায় মস্তিষ্কারকে। - কাজটা আমি করব। বোমা বাঁধতে গিয়ে আঙুন লেগে যাওয়ায় জালালাবাদের পাহাড়ের লড়াইতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এবার আমার পালা। কথটা যিনি বললেন তিনি

বছর কুড়ির এক যুবক শক্তসমর্থ চেহারা, উজ্জ্বল দুটি চোখ দিল্লির দায়িত্বশীল কর্মী। মাস্টারদার স্নেহ ভাজন। মাস্টারদা খুশি হলেন। তাঁর পাশাপাশি দায়িত্ব দিল্লেন আর এক যুবককে। হত্যার পুরো ছক কষে ফেললেন মাস্টারদা।পুথানুপুথ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাদের। ধর্মশাস্ত্রে উদ্ভেজনার ব্রোত টের পান দুই যুবক। মাস্টারদার সম্মান খবরে যে রাখতেই হবে। কিন্তু তারটা কি? টি জে ক্রেগ। বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত। চট্টগ্রাম সফরে আসছেন। ট্রেনে নামবেন চাঁদপুর। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং দুর্দমনীয়া সাহস ছিল ক্রেগের। বিপ্লবীদের প্রতি বরাবরই ক্রেগ ছিলেন খড়গহস্ত। ক্রমেই বিপ্লবীদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন চক্ষুশূল। তাই প্রত্যাঘাত ছিল অবশ্যজারী। গভীর রাত্তরে ট্রেনে চাপলেন দুই যুবক। গন্তব্য চাঁদপুর। পৌঁছালেন পরেরদিন ভোরবেলা। ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর। কনকনে শীত। সবে আলো ফুটেনে ভোরের। রাতের গন্ধ এখনও মুছে যায়নি পুরো। চারদিকে একবার তাকায় দুই যুবক। প্রচন্ড কুয়াশা। দুহাত জেরে জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। প্লাটফর্মের ওত পেতে বসে রইলেন দুই যুবক। ক্রেগ ট্রেন থেকে নামলেই হবে প্রত্যাঘাত। কিছুক্ষণ পরেই অপেক্ষার অবসান। ২ নম্বর ডাউন সূর্মি মেইল ইন করলো

চাঁদপুরে। দামাল দুই যুবক ছুটলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। এই সুযোগে হাতছাড়া করা যাবে না।



সশস্ত্র দুই যুবককে ট্রেনের দিকে ছুঁতে দেখেই ক্রেগ বুঝে যান যে বিপদ আসস। চোখের নিম্নেয়ে বাথরুমে ঢুকে ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। ক্রেগকে অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন স্টেশনে এসেছিলেন দীর্ঘকায় এক বাঙালি পুলিশ অফিসার। চাঁদপুরের রেল পুলিশের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জি। খাকি উর্দি, গায়ে ওভারকোট। বেশ সাদৃশ্য রয়েছে তাদের চেহারার। বুঝতে ভুল হল দুই যুবককে।-কে কে ওখানে? ক্রেগ না? হ্যাঁ তাই তো! বলে উঠলেন প্রথম জন। সম্মতি দিলেন অপরজন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো দুজনের অগ্নিবর্ষী রিভলভার। ধ্রাম!ধ্রাম! মরণযন্ত্রনায় বাংলায় চিংকার করে উঠলেন তারিণী মুখার্জি। ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে শুরু হল হে হে চিংকার। ওই যে ছুটে পালাচ্ছে। ধর ওদের। দুই যুবক বুঝলেন ভুল হয়েছে। নিহত ব্যক্তি ক্রেগ নন। শূন্যে গুলি চালালেন দুই রাউন্ড। প্রাণপণ ছুটলেন দুজন। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন স্টেশন থেকে।

১৬ জানুয়ারী। বাবা দুর্গাপু্কা বিশ্বাস। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। কিন্তু রামকৃষ্ণ বরাবরের মেধাবী। চট্টগ্রামের সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেন। থাকতেন পাথরঘাটায় বোনের বাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবের তাঁর রক্তে। মাস্টারদার চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যোগ দিলেন তাঁর বিপ্লবী দলে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। চট্টগ্রাম দখলের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছেন মাস্টারদা আর তাঁর দলের সতীর্থরা। কিন্তু আবেগের বশে সর্বশক্তিম্না ব্রিটিশকে হারানো সম্ভব না। দরকার বোমার। বোমার ক্যাপ দায়িত্ব পেলেন বিজ্ঞানের ছাত্র রামকৃষ্ণ। বোমা বানানো সহজ কাজ নয়, অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাজ চলছিল। তবুও হেরে যাওয়ার যুবক নয় রামকৃষ্ণ। কলেজ ফাঁকি দিয়ে চলল ক্যাপ বানানোর কাজ। এমন সময় একদিন ঘটে গেলো দুর্ঘটনা। পিকরিক অ্যাসিডে তৈরি বোমাটি বজ্রের মতো ঝংকার শব্দে ফেটে পড়ল। হলঘরে তখন শুধু ধোঁয়া। রামকৃষ্ণ সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। পুড়ে গেল মুখ, হাত আর বুক। খবর পেয়ে ছুটে আসলেন গনেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ। রামকৃষ্ণকে নিয়ে পাড়ি দিলেন শহরের অন্য প্রান্তে। গোপনেই হল তাঁর চিকিৎসা। রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি সরকারি চাকরি করতেন। ঘনি়ানর খবর শুনেই তিনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ বলে হয়ে খোঁজ করতে লাগলো রামকৃষ্ণের। চালু হল চিকিৎসা বিশ্াশি। রামকৃষ্ণ আহত অবস্থাতেই পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অংশগ্রহণ করতে ন পারলেন না জালালাবাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। সুস্থ হলেন ডিসেম্বর মাসে। আবার যোগ দিলেন মাস্টারদার দলে। দলের দায়িত্বশীল কর্মী। মাস্টারদার স্নেহভাজন। ক্রেগ হত্যার কর্মসূচিতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী কালী পদ চক্রবর্তী।

দূরন্ত বার্তা । কলকাতা।

রাধাকৃষ্ণন আনুষ্ঠানিকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রথম রেক্টর হয়েছিলেন ডক্টর ব্রিণ্ডো সেন। তিনি ছাত্র দরটা উপচার্য ছিলেন। ছাত্রদের কথাকে মূল্য দিতেন। ফলে ছাত্ররা কোনও সয়ে আন্দোলন করতে শুরু করলে তিনি ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য শুনতেন এবং সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বেড়ে ওঠা দ্রোতের বিরগন্ধে যাওয়া (১৯৫৬-১৯৬৬)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে মুখর ছিল। ১৬৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ছাত্ররা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও দমন নীতির প্রতিবাদে ২৯ মার্চ ধিক্কার দিবসে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেছিল। তৃতীয় অধ্যায় : বসন্তের নিধেযি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। উৎপল দত্ত পরিচালিত ‘কল্লোল’ নাটক ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নকশাল বাড়ি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল ছাত্ররা। ১৯৬০ সালে ম্যাকনামা বিক্ষোভ অংশ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্সি, সেন্ট পলস, বিদ্যাসাগর, মৌলনা আজাদ, বঙ্গবাসী, গুরুদাস, বিদ্যাসাগর, সিটি, সুরেন্দ্রনাথ, স্কটিশ, ছগলি মলহাঙ্গী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। চতুর্থ অধ্যায় : মৃত্যুকে নিহত করে ওলা আসে উজ্জ্বল আরবিন’। সন্তরের দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাম বিপ্লবী মতে বিশ্বাসী হয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। আও মজুমদার, করণাময় সরকার, অশোক বসু, সর্বাণী প্রসাদ বসু, রজত ঘটক চৌধুরী, মানিক দাস মহাপাত্র, সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, গোপীনাথ চক্রবর্তী রথীন দাশগুপ্ত , সোমন চন্দ, স্মরণ চট্টোপাধ্যায় তিমির বরণ সিং সহ আরও অনেক ছাত্র শহিদ হয়। তৎকালীন সরকার ‘সুট অ্যান্ড সাইট’ নীতি গ্রহণ করে। পঞ্চম অধ্যায় : যাদবপুর ১৯৭২-৭৭ প্রতিক্রিয়া যুগ। ইসিহাস বিভাগের ছাত্র সুজাত ভদ্র বামপন্থী সমন্বয় গড়ে তুলে বাম ও মানবাধিকার আন্দোলনকে গড়ে তোলে। তাকে সফল করতে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেছিল। ষষ্ঠ অধ্যায় : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হল (JUTA) জুট শিক্ষক সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের ধারাকে বজায় রাখা। পে-কমিশন ও বেতন বৃদ্ধি আন্দোলন (১৯৮৭), শূন্যনিয়োগ সংক্রান্ত আন্দোলন, শিক্ষা কর্মী নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ শিক্ষক সমাজ শক্তিশালী প্রতিবাদ গড়ে তুলে ছিল। সপ্তম অধ্যায় : ছাত্র আন্দোলন (২০০১- ২০০৪)।

পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন, ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে ছাত্র সমাজ। ‘হোক কলরব’ (২০১৪-২০১৫) যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের এই আন্দোলন পশ্চিম বঙ্গের ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে রাজ্যের রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তৎকালীন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছাত্র সমাজ কোনও আপোষ করেনি। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পাথ চট্টোপাধ্যায় উপাচার্যের পাশে দাঁড়ালে ছাত্র সমাজ ক্ষুব্ধ হয়। অন্তিম অধ্যায় : ইতিহাস বিভাগ (১৯৫৬- ২০১৭)। ইতিহাস বিভাগের শুরু ১৯৫৬ সালে। বইটির লেখক অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য প্রেসি ডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলী থেকে শুরু করে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখক ছাত্রদের ‘ভোগ্য থেকে পদ্য’ আর ‘সিংহ সেনাপতি’ বই গড়ে বহ্যতেন। অধ্যাপক ইন্দ্রানী রায়, অধ্যাপক গ্রনব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাত ভদ্র সহ আরও অনেক বক্তব্যকে তুলে ধরে লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যা লয়ের শিক্ষার পরিবেশের সঙ্গে সবার পচিয় করিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি ছাত্ররা কোন দৃষ্টিতে শিক্ষকদের দেখতো তার চিত্রও বইটির মধ্যে পাই। গোপা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য, মোমাই দাশগুপ্ত, জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেক ছাত্রের মতকে প্রকাশ করেছেন। সযোজনী অধ্যায় : শিক্ষক রণজয় কাকীকোরে রুখা উল্লেখ করা হয়েছে। কেন এবং কোন কারণে বারবার শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজ প্রতিবাদী আন্দোলন মুখর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তার একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরছেন অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য। সবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যা কাণ্ডকে নিয়ে একটি পর্যালোচনা করেছেন লেখক। ১৯৭০ সালে ৩০ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসের মধ্যে সন্ধ্যায় বেলায় এই ঘটনা ঘটে। এর জন্য আজও শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজ দুগ্ধ প্রকাশ করে। এই বইটি প্রকাশ করেছে সেতু প্রকাশনী। নিষ্ঠার সঙ্গে বইটি প্রকাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের আন্দোলনের স্বচ্ছ চিত্রকে প্রার সামনে মেলে ধরছেন। এর জন্য প্রকাশক অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। শিক্ষা জগতে যখন কালো অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে তখন সেখানে আলোকিত কররা পথকে তৈরি করতে চেষ্টা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। প্রকাশক : সেতু প্রকাশনী।

কলকাতার ঐহিত্য : রাম মন্দির ও লাল মন্দিরে ভক্ত সমাবেশ

শঙ্করলাল কর্মকার

রাম মন্দির ও কলকাতার রাম মন্দির রয়েছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে। ঠিক মহাজাতি সদর্পনের পাশেই। এখানে রোজ রাম এর পূজো থেকে শুরু করে আরতি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন শেঠ সুরজমল নারায়ল। তারা এই মন্দির তৈরি করার পাশাপাশি একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। একটি স্কুলও তৈরি করা হয়। সেখানে



উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল সেখানে রয়েছে। ভোগ বিতরণ করা হয়ে থাকে। রাম নবমীর দিন এখানে বড় ধরনের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে সাধু সন্তরা এখান এসে রাম সাধনা করার পাশাপাশি রাম ভজনা করে থাকে। বহু ভারত বিখ্যাত শিল্পীরা এসে এখানে ভক্তীগীতি পরিবেশন করে গিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় থাকার সময়ে এই রাম মন্দিরে পূজা দিয়ে আসতেন। বিজেপি দলের প্রয়াত নেতা বিষ্ণু শাহের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। পুড়ে গেল মুখ, হাত আর বুক। খবর পেয়ে ছুটে আসলেন গনেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ। রামকৃষ্ণকে নিয়ে পাড়ি দিলেন শহরের অন্য প্রান্তে। গোপনেই হল তাঁর চিকিৎসা। রামকৃষ্ণের ভগ্নীপতি সরকারি চাকরি করতেন। ঘনি়ানর খবর শুনেই তিনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ বলে হয়ে খোঁজ করতে লাগলো রামকৃষ্ণের। চালু হল চিকিৎসা বিশ্াশি। রামকৃষ্ণ আহত অবস্থাতেই পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অংশগ্রহণ করতে ন পারলেন না জালালাবাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। সুস্থ হলেন ডিসেম্বর মাসে। আবার যোগ দিলেন মাস্টারদার দলে। দলের দায়িত্বশীল কর্মী। মাস্টারদার স্নেহভাজন। ক্রেগ হত্যার কর্মসূচিতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী কালী পদ চক্রবর্তী।

হওয়ার পরিকল্পনা চলছিল সেই সময়ে লাল মন্দিরটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সরকার মন্দিরকে অক্ষুন্ন রেখে তার দুই পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরি করে। একটি রাস্তা দিয়ে গাড়ি আসে আর অন্যটি দিয়ে গাড়ি যায়। এর মাঝখানে অবস্থিত লাল মন্দির। লাল মন্দিরের প্রধান দেবতা হচ্ছেন শিব এবং পার্বতী। শিব পূজাই প্রধান হলেও সঙ্গে দেবী দুর্গার পূজো হয়ে থাকে। প্রতি বছরই একান বিশাখ পূজোর আয়োজন করা হয়। কিন্তু রাস্তা থাকার ফলে সেখানে ভক্তদের ভিড় করতে দেওয়া হয় না। সবাই এসে ধূপ প্রদীপ এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে যায় ঘরে। লাল মন্দিরের বেে দেবী খুব জাগ্রত হলে সবাই মনে করে। এই মন্দিরকে দেখে কলকাতার ভক্তরা আসে।

বেড়ানো

প্রকৃতি আর শিল্পের অনন্য মেলবন্ধন, লেহ-কার্গিলের ২০০ কিলোমিটার পথেই লাদাখের নতুন আকর্ষণ

লাদাখ মানেই বরফে মোড়া পর্বতশৃঙ্গ, নীল আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ এবং নিস্তর্র প্রকৃতির এক অপার্থিব সৌন্দর্য। বছরের পর বছর ধরে এই প্রাকৃতিক বৈভবই পর্যটকদের কাছে লাদাখকে করে তুলেছে অন্যতম আকর্ষণীয় ভ্রমণস্থল। তবে এবার সেই পরিচিত ছবিতে যুক্ত হয়েছে এক নতুন মাত্রা। প্রকৃতির বুকেই গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্পের এক ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী, যা লেহ থেকে কার্গিল পর্যন্ত প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথকে পরিণত করেছে এক মুক্ত আকাশের শিল্পগ্যালারিতে। এই অভিব উদ্যোগের নাম ‘লাদাখ বিয়েনাল ২০২৬’। ১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই আন্তর্জাতিক শিল্প মহোৎসব চলবে ১০ আগস্ট পর্যন্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনকে বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম পুনর্নবীকরণযোগ্য শিল্প উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিল্প, পরিবেশ এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে একসূত্রে গেঁথে এই মহোৎসব নতুন ধরনের পর্যটনের দিগন্ত খুলে দিয়েছে। উসবের মূল আকর্ষণ লেহে রয়েছে আটটি ভিন্ন স্থানে। লেহ, কার্গিল, লামায়ূক, বাসগো, লিকির, নুরলা, মুলকেক এবং হস্তানরান-প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে শিল্পকর্ম। পাহাড়, নদী, মরুভূমিসদৃশ্য বিস্তীর্ণ ভূমি

কিংবা ঐতিহাসিক গ্রাম-সবকিছুকেই শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির অংশ করে তুলেছেন। ফলে দর্শনাধীরা শুধু শিল্প দেখছেন না, বরং প্রকৃতি ও শিল্পের এক অসাধারণ সমন্বয়ের অভিজ্ঞতাও



অর্জন করছেন। এই উৎসবের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এর পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে কোনো প্রচলিত গ্যালারি বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রদর্শনী কক্ষের ব্যবহার নেই। শিল্পীরা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পাচনশীল উপাদান, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য এবং পরিবেশের ক্ষতি করে না এমন সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করেছেন

তাঁদের ভাস্কর্য ও ইনস্টলেশন। প্রতিটি শিল্পকর্ম এমনভাবে নির্মিত হয়েছে, যাতে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং

গল্প শোনায। ফলে এই আয়জেন শুধু শিল্পপ্রেমীদের জন্য নয়, পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা মানুষের কাছেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। লেহ-কার্গিল সড়ক ধরে ভ্রমণের সময় পর্যটকরা যেমন প্রাচীন বৌদ্ধ

উৎসবকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে। এই আন্তর্জাতিক শিল্প উসবে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন লাদাখের স্থানীয় শিল্পীরাও। তাঁদের সৃষ্টিশীলতা এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পকর্ম দর্শকদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির এই সংযোগ লাদাখকে বিশ্ব শিল্পমানচিত্রে নতুন পরিচিতি দিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই শিল্পযাত্রায় অংশ নিয়ে কোনো প্রবেশদ্রুম্য দিতে হচ্ছে না। আগ্রহীরা বিনামূল্যে নিবেদনের মাধ্যমে পুরো আর্ট ট্রেল ঘুরে দেখতে পারছেন। ফলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এই উৎসব আরও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত লাদাখ এবার শিল্প, পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই পর্যটনের এক অনন্য উদাহরণও হয়ে উঠেছে। বরফচাকা পাহাড়ের মাঝে আনন্দিক শিল্পের এই ব্যতিক্রমী আয়োজন প্রমাণ করছে, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেও স্বজনশীলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব। লাদাখ ভ্রমণে আসা পর্যটকদের জন্য তাই এবার শুধু মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, অপেক্ষা করছে শিল্প, সংস্কৃতি এবং পরিবেশের এক ভিন্ন স্বাদের অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে আন্দোলন অব্যাহত, সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধে জল খেলেও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন দেবেন্দ্র মাহাতো

রািটি, ৫ াগস্ট : ঝাড়খণ্ডের সরকার নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্র্ফাস ও অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। সেই আ্নোলনের অন্যতম মুখ ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র মাহাতো। গত চার দিন ধরে তিনি নির্জলা সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধে গাওয়া পর অবশেষে জল গ্রহণ করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত তিনি অন্ন স্পর্শ করেননি। শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধে, নিয়োগে অনিয়ম ও প্রশ্র্ফাসের অভিযোগে সোমনে আসার পর থেকেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং প্রকৃত

মেধাবীরা বারবার বঞ্চিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে কয়েক দিন ধরে লাগাতার আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেবেন্দ্র মাহাতো, যিনি দাখি আদায়ে আমরণ অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তিনটি মূল দাবি জানানো হয়েছে। প্রথমত, নিয়োগে অনিয়ম ও প্রশ্র্ফাসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিরিআই এবং ইডি-র মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রাক্ষিক্ষাগুলি স্থগিত রাখতে হবে। তৃতীয়ত, গোটা নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কার করে যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। দাবি আদায়ের লক্ষে দেবেন্দ্র মাহাতো চার দিন ধরে অন্ন

ও জল সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অনশন চালিয়ে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার খবর শুনেই পড়তেই উদ্বেগ বাড়তে থাকে আন্দোলনকারীদের মধ্যে। বিষয়টি পৌঁছে যায় লাদাখের শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের কাছেও। এরপর বুধবার, তিনি ভিডিও কলে দেবেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভিডিও কলে সোনম ওয়াংচুক দেবেন্দ্রকে বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে শরীর সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি। তিনি মনে রাখতে দেন, অনশন কোনওভাবেই আত্মহত্যার সমার্থক নয় বরং এটি একটি অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যম। মাহাতা গান্ধীর উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, গান্ধীজি অনশনের সময়ও লেবু ও মধু মেশানো জল পান করতেন, যাতে শরীরের ন্যূনতম শক্তি বজায় থাকে এবং দীর্ঘ সময় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোনমের পরামর্শ শোনার পর দেবেন্দ্র মাহাতো তাঁকে জানান, তিনি তখনই নির্জলা অনশন ভাঙবেন, যদি সোনম নিজে রাঁচিত এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করার আশ্বাস দেন। জবাবে সোনম ওয়াংচুক তাঁকে প্রতীক্ষিত দেন যে, সুযোগ পেলেই তিনি রাঁচিত গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁদের দাবির প্রতি সহহতি জানাবেন। সোনমের এটি আশ্বাস পাওয়ার পরই দেবেন্দ্র ভিডিও কলের সামনেই নুন-লেবু মেশানো জল পান করে নিজে অনশন ভাঙেন। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আন্দোলন থেকে তিনি সরে আসছেন না। জল গ্রহণ করলেও অন্ন গ্রহণ করবেন না এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অনশন ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। দেবেন্দ্র মাহাতো বলেন, তিনি সোনম ওয়াংচুকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর পরামর্শ এবং

আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের কারণেই তিনি জল পান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকারের উচিত আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা।

অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এটি শুধু একটি পরীক্ষার প্রশ্র্ফাসের ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিয়োগ ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁদের দাবি, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা না হলে ভবিষ্যতেও লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্য অনিশ্চিত থেকে যাবে। এদিকে সেনেদ্র মাহাতার স্বাস্থ্য নিয়ে, চিকিৎসকদের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলন কারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও নজর এখন রাঁচির এই বিক্ষোভ ক্ষে্ধে। সরকার আন্দোলনকারীদের দাবির বিষয়ে, কী সিদ্ধান্ত নেয়।

দিনমজুর থেকে কোটিপতি! আত্মগোপন থেকেও হাইকোর্টের দারস্থ টুলু মণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ আগস্ট : পাথর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আলোচনায় উঠে আসা টুলু মণ্ডলকে যথেষ্ট তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। তাঁর ভগ্নিপতি নিনার মণ্ডল প্রেতার হওয়ার পর থেকেই টুলু মণ্ডলকে পাথর আর দেখা দেননি। তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, তিনি দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে। আত্মগোপন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রেতার এড়াতে বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু মণ্ডল। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে তাঁর পক্ষ থেকে রক্ষাকবচ বা আইনি সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে,মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত এই আবেদনের পর কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই এখন নজর তদন্তকারী মহল এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন টুলু মণ্ডল। দিনমজুর হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালাতেন। তিনি পরে পাথরবোঝাই গাড়িতে পাথর জীবনের ইজারা নিয়ে,ব্যবসায়িক চালানের সূচনা করেন। ধীরে ধীরে সেই ব্যবসা থেকে লাভের মুখ দেখে একের পর এক লরি কেনে এবং নিজেই পাথর পরিবহণের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। সময়ের সঙ্গে তাঁর আর্থিক অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বীরভূমের মহম্মদবাজার এলাকার পাথর শিল্পকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও



২০১৬ সালে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে ডিসিআরের টোল ক্রেতা পরিচালনায় দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর ব্যবসায়িক বিস্তার আরও দ্রুত ঘটে বলে অভিযোগ। এদিকে, গত ৬১ জুলাই বিরোধী দলনেতা শুভেংডু অধিকারী টুলু মণ্ডলের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে একাধিক দাবি প্রকাশ্যে আনেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, টুলু মণ্ডলের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৯৩ কোটি টাকা রয়েছে। এছাড়াও নগদ ৫৬ লক্ষ টাকা, ২৬৮ গ্রাম সোনা, ৪০০ গ্রাম রূপো এবং ৬৬ গ্রাম প্ল্যাটিনাম থাকার দাবি করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর মালিকানা ৮৬টি



মাদ্রিদে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অনুদান দিলেন মেসি

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৫ আগস্টঃ দাবানলে হারখার হয়ে যাওয়া মাদ্রিদের সিয়েরা ওয়েস্তে অঞ্চলের পাশে দাঁড়িয়েছেন লিওনেল মেসি। দুর্ঘোষে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনের জন্য ৮০ হাজার ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা) সহায়তা দিয়েছেন আর্জেন্টিনার এই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মাদ্রিদ কমিউনিটির প্রেসিডেন্ট ইসাবেল দিয়াস আয়ুসো মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আয়ুসো জানান, ‘লিও মেসি মাদ্রিদের সিয়েরা ওয়েস্তের পুনর্গঠনের জন্য ৮০ হাজার ইউরো



দান করেছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বলতে চাই, আমরা মাদ্রিদবাসী তাঁকে শিগগিরই স্বাগত জানাতে এবং তাঁর প্রাপ্য অভিনন্দন জানাতে মুখিয়ে আছি।’ সাম্প্রতিক ভয়াবহ দাবানলে সিয়েরা ওয়েস্তে অঞ্চলের ১৭টি পৌরসভার প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমন বিপর্যয়ের পর ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় একটি অনলাইন অনুদান পোর্টাল চালু করে মাদ্রিদ কমিউনিটি, যেখানে ব্যাংক ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা পাঠানো যাচ্ছে। শুধু অনুদান তোলাই নয়, পুনর্গঠনে ৪৩ দফা পরিকল্পনাও যোগা করা হবে স্থানীয় প্রশাসন। এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সরাসরি সহায়তা প্রদান, করণা। এবং অবকাঠামো খাতে প্রায় ২ কোটি ইউরো বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খেলার মাঠের বাইরে সামাজিক ও দাতব্যকাজে মেসির সম্পৃক্ততা নতুন কিছু নয়। নিজের প্রতিষ্ঠিত ‘লিও মেসি ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে শিশুস্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান রেখে চলেছেন তিনি। এর আগে ২০২০ সালে করোনাকোভাইরাস মহামারির শুরুতে বার্সেলোনার ক্লিনিক হাসপাতাল ও জন্মশহর রোসারিওর একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে ১০ লাখ ইউরো দান করেছিলেন মেসি। ক্যারিয়ারের সুবর্ণ সময় বার্সেলোনায় কাটালেও মানবিক বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী শহর বা ক্লাবকে কখনো আলাদা করে দেখেননি এই ফরেয়ার্ড, যার প্রমাণ মিলল এবারও।

শ্রীলঙ্কা সফরে বাড়তি সতর্কতা বিশেষ প্রস্তুতির জন্য ৪ স্পিনারকে দলে নিল ভারত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ আগস্টঃ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে জয় পেতেই হবে। এই সহজ সমীকরণ মাথায় রেখেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ৯ বছর পরে শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছে ভারত। উপমহাদেশের উইকেটে স্পিনের বিরুদ্ধে যাতে বিপাকে পড়তে না হয়, তার জন্য বাড়তি সতর্ক ভারত। তাই বিশেষ প্রস্তুতির জন্য চার তরুণ স্পিনারকে নেট



বোলার হিসেবে নিয়ে গিয়েছে ভারত। হর্ষ দুবে, তনুশ কোটিয়ান, বিপরাজ নিগম এবং শিবং কুমার রয়েছেন সেই তালিকায়। বুধবার কলকাতা ননডেসক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে অনুশীলন শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এর পরেই বিসিসিআই এক বিবৃতিতে চার নেট বোলারের নাম ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘হর্ষ দুবে, শিবং কুমার, তনুশ কোটিয়ান এবং বিপরাজ নিগম প্রথম টেস্টের প্রস্তুতির জন্য নেটওয়ার হিসেবে ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছেন।’ ১৫ আগস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা প্রথম টেস্টের আগে এই চার বোলার

লেগস্পিন অলরাউন্ডার বিপরাজ নিগম। জুন মাসে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে ৫০ ওভারের সিরিজেও ভালো পারফর্ম করেছিলেন তিনি। অন্য দিকে মধ্যপ্রদেশের বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার শিবং কুমার গত মরশুমে সানারাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন। জুন মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের আগেও তিনি ভারতীয় দলে নেট বোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৫ আগস্ট গলে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। তার আগে ভারতীয় দল ৭ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত কলম্বোর এনসিপি মাঠে তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে বিশেষ পরিকল্পনা অস্ট্রেলিয়ার

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৫ আগস্টঃ ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতের মাটিতে আয়োজিত হবে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এখনও প্রায় পাঁচ মাস বাকি এই সিরিজ শুরু হতে। তার আগে কোনও ঝুঁকি নিজে নারাজ অস্ট্রেলিয়া। এখন থেকেই ভারতের মাটিতে সফল হওয়ার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে অজি শিবির। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তার পরিবর্তে ভারতীয় পরিবেশ ও পিচের মতো পরিস্থিতি থাকবে, এমন কোনও জয়গায় বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এর পাশাপাশি ভারতে শাফলা পাওয়ার জন্য কয়েকজন স্পেশ্যালিস্ট ক্রিকেটারকেও তৈরি করা হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না তার দল। পরিবর্তে এমন একটি জয়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প আয়োজন করা হবে যেখানে ভারতের মতো আবহাওয়া ও উইকেট পাওয়া যাবে। সেই পরিবেশে অনুশীলন করেই প্রস্তুতি সারতে চাইছে অজি শিবির। তবে সেই তেনু! এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই নিয়ে ম্যাকডোনাল্ড ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা মনে করি, ভারতের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে। আমাদের কাছে কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। আগে আমরা দ্রুত-তে গিয়েছি। গতবার ভারত সফরের আগে বেসালুক্রতেও প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এ বারও আমরা ভেবে দেখছি, কোন পরিকল্পনা সবচেয়ে কার্যকরী হবে এবং ক্রিকেটাররা সবচেয়ে ভালো ভাবে প্রস্তুতি সারতে পারবে।’ ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি নাগপুরে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এর পরে সিরিজের বাকি ম্যাচগুলো ফোকা হবে মোহাই, গুয়াহাটি, রাচি এবং আমেদাবাদে। ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, ভারত সফরের জন্য যে স্পেশ্যালিস্ট ক্রিকেটাররা টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় রয়েছেন, তারা নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠের টেস্ট সিরিজে না খেললেও প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন। বিগ ব্যাশ লিগের কিছু ম্যাচ না খেলে লাল বলের ক্রিকেটে মন দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে তাঁদের। এই তালিকায় রয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথিউ কুনেমান, অফস্পিনার টড মার্কি, অলরাউন্ডার কুপার কনোলি। ব্যাটারদের মধ্যে লিস্টে রয়েছেন পিটার হ্যান্ডসকম্ব এবং ম্যাথিউ রেনশ। উল্লেখ্য, ভারতীয় সেশবার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২০০৪-০৫ মরশুমে। এর পরে আর একবারও ভারতকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে পারেনি অজিরা। তাই দীর্ঘ ২২ বছরের অপেক্ষা মোচাতে এ বার আগেভাগেই বিশেষ প্রস্তুতির পথে হাটছে প্যাট কামিসের দল।

রোহিত-বিতর্কে চাকরি খোয়াতে পারেন আগরকর!

প্রধান নির্বাচকের দৌড়ে এগিয়ে লক্ষ্মণ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেট ফের নয়া ডামাডো। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে আর মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো চাকরি হারাতে চলেছেন অজিত আগরকর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জল্পনা এখন রীতিমতো তুঙ্গে। বোর্ডের শীর্ষকর্তারা ইতিমধ্যে বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছেন। সব ঠিক থাকলে আগরকরের জায়গায় আসতে পারেন ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি ব্যাটার ভিভিএস লক্ষ্মণ। তিনি বর্তমানে বেঙ্গালুরুর ‘সেন্টার অফ এক্সপ্লোর’-এর প্রধান হিসেবে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। চলতি বছরের অর্থাৎ, ২০২৬ সালের জুন মাসেই প্রধান নির্বাচক হিসেবে প্রাক্তন পেসার আগরকরের চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তবে বোর্ড তাঁকে আরও তিন মাসের অতিরিক্ত সময় বা এক্সটেনশন দেয়। ক্রিকেট মহলের একাংশ তখন প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেন, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত হয়তো তিনিই এই পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু হঠাৎ করেই গোটা সমীকরণ বদলে গিয়েছে। গত কয়েক মাসে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল ও ঘোরালো। বিশেষ করে রোহিত শর্মার ওয়ানডে দলের বিধেয় নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কেই মূলত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন আগরকর। কিছুদিন ধরে কানাখুয়ে শোনা যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটিই নাকি রোহিতের কেরিয়ারের শেষ সিরিজ হতে চলেছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আগরকরের নেতৃত্বাধীন



নির্বাচক কমিটি কোচ গৌতম গম্ভীরের টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও সেরে ফেলে। সেখানে ঠিক হয়, আগামী দিনের সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ধীরে ধীরে বাদ পড়বেন ‘হিটম্যান’। কিন্তু ব্রিটিশদের ডেরায় নটিক পুরোপুরি অন্য খাতে বইছে। লর্ডসে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের

সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, ‘‘রোহিত ভারতীয় ওয়ানডে দলের একজন নিয়মিত সদস্য। যতদিন দলের সার্বিক পরিকল্পনায় ও থাকবে, ততদিন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, লর্ডসের ওয়ানডে কোনওভাবেই ওর শেষ ম্যাচ নয়।’’ বোর্ড সচিবের এই মন্তব্য আগরকরের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আরও একটি চাপল্যাকর খবর কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় দলের অন্দরে যারা কলকাটি নাড়েন, তাঁরা নাকি একেবারেই চাইছেন না ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে রোহিত মাঠে নামুন। এর পাশাপাশি, বোর্ডের আরও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের সফরে দশটি ম্যাচের মধ্যে ওটিটিতেই লঙ্কার হার হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। এই জেডা ব্যর্থতা নিয়ে বোর্ডের একটি কড়া রিভিউ মিটিং বা পর্থাচোনা বৈঠক করার কথা ছিল। ইংল্যান্ড সফরের ঠিক পরেই সেই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। উল্টে সেই কাটাছেঁড়ার আগেই জোন্টা টেস্ট খেলতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গিয়েছে ভারতীয় দল। সব মিলিয়ে বোর্ডের অন্দরে এখন তুমুল টানাপড়েন। আর সেই প্রবল রেযারেশিতেই হয়তো শেষ পর্যন্ত বলির পাঁতা হতে চলেছেন আগরকর।

বিশ্বকাপে জুটেছিল বেলিংহ্যামের থাপ্পড়!

আর্জেন্টিনার সেই ‘বিতর্কিত’ ফুটবলার ভ্যালেন্টিন বার্কোকে সই করাল চেলসি

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৫ আগস্টঃ চেলসির সমর্থকদের কাছে তিনি আপাতত এক অচেনা মুখ। তবে তাঁর একটা পরিচিতি ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। গত মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জুড বেলিংহ্যামের থাপ্পড় খেয়েছিলেন এই আর্জেন্টাইন। অটলোন্টায় আয়োজিত সেই থ্রিলারে ইংরেজদের হৃদয় ভেঙে দুঃখিত কামব্যাক আর্জেন্টিনার। সেই উত্তেজনার মুহূর্তেই ঘটেছিল ঘটনাটি। বেলিংহ্যামের ওই আচরণের ভিডিও ক্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রথমতীয় মনে হয়েছিল, বিনা প্রয়োজনেই রোধহয় মেজাজ হারিয়েছেন ইংরেজ তারকা। কিন্তু পরে গ্যালারি থেকে তোলা ভিডিওতে আসল সত্য সামনে আসে। এনেকো ফার্নান্দেজ সমতা ফেরানোর পর ইংরেজ ফুটবলারদের সামনে গিয়েই শূন্যে ঘুমি ছুড়ে বুনো উল্লাসে মেতেছিলেন বার্কো। সেই উসকানিতেই মাথা গরম করে ফেলেন বেলিংহ্যাম। লালচে চুলের জন্য ভ্যালেটিন বার্কোকে আর্জেন্টিনায় সবাই ‘কলো’ (কলোরালো-র সংক্ষিপ্ত রূপ) নামে ডাকে। ফলে তাঁকে চিনে নিতে ইংরেজদের খুব একটা সমস্যা হয়নি। থ্রিমিয়ার লিগে পা রাখার ঠিক আগেই বিপক্ষ দেশের ফুটবলারদের এভাবে তাতানো হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তবে এই উৎকেন্দ্রিক স্বভাবই তাঁর ইউএসপি। বড় হয়ে ওঠা বোকা জুনিয়র্সের মতো বিখ্যাত ক্লাবে, ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির ছিপছিপে চেহারা। কিন্তু মাঠে নামলে রীতিমতো ঝয়ডহুইন। প্রতিপক্ষকে ক্রমাগত বিরক্ত করার এক অদ্ভুত দক্ষতা রয়েছে তাঁর। মার্ক কুকুরেল্লা। রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ায় চেলসিতে এমন এক ‘বল বয়ে’র অভাব ছিল। মাত্র ২২ বছর বয়সেই সেই শূন্যস্থান পূরণের সবরকম যোগ্যতা রয়েছে বার্কোর। আর্জেন্টাইন ফুটবল বিশেষজ্ঞ

মার্টিন মাজুয়ের বক্তব্য, ‘‘কোপা লিবার্তেদোরোসের মতো টুর্নামেন্ট খেলে এসেছে ছেলেটা। ফলে চেলসির সমর্থকরা যতই চাপ দিক, ও ঘাবড়াবে না। বরং বলবে, এটাই তোমাদের সেরা? আমার তো এ বছরের শিশুর জন্মদিন বলে মনে হচ্ছে!’’ মাঠের ভেতরে তাঁর প্রতিভা প্রশংসা অতীত। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বোকা জুনিয়র্সের হয়ে অভিষেক। ফরেয়ার্ড হিসেবে শুরু করলেও, পরে লেফট-ব্যাংক হিসেবে নজর কাড়েন। বল পায়ে ড্রিভিং বা নিখুঁত পাস বাড়ানো-সবাইতেই তিনি অনবদ্য। বোকার হয়ে কোপা লিবার্তেদোরোসের ফাইনালেও উঠেছিলেন। শেষ যোলের মাঠে উরুগুয়ের নালিগানালের বিরুদ্ধে ‘নো-লুক পাস’ দিয়ে হলুদ কার্ড কাটেন। আবার চরম উত্তেজনার টাইব্রেকারে জয়সূচক পেনাল্টিও মারেন। ২০২৪ সালে ব্রাইটনে সই। কোচ রবার্তো ডি জারবির প্রশংসা কুড়োলোও, নতুন কোচ ফ্যাবিয়ান হুরজেলেসের পরিকল্পনায় বাতিল। ফলে সেভিয়া যুরে ফরাসি লিগে স্ট্রাসবুর্গে পাড়ি দেন। সেখানে লিয়াম রোজেনিওরের কোচিংয়ে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে নিজেকে নতুন করে চেনান। মাঠে আগ্রাসী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ শান্ত মেজাজের তারকা এই বার্কো। স্ট্রাসবুর্গে খেলার সময়ই প্রথমবার বাবা হন। ম্যাচ শেষে কোচ তিন দিনের ছুটি দিলেও, মাঠে নেমে দলকে ৪-২ গোলে জেতাতে পিছপা হননি। আর্জেন্টিনা দলেও কোচ স্কালোনিকে বেধে থেকে নানা পরামর্শ দিতে দেখা যেত তাঁকে। চেলসিতে এখন জাবি আলোনসোর রাজত্ব। সাত বছরের চুক্তিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজ পা রাখা বার্কো আগামী দিনে কীভাবে নিজেকে প্রমাণ করেন, সেটাই এখন দেখার।



মরক্কোয় ইনফান্তিনোর জরুরি বৈঠক, উঠেছে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ‘ব্ল্যাকমেলের’ অভিযোগ এনেছেন জর্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলি বিন হুসেইন। তিনি দাবি করেছেন, ইনফান্তিনোকে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে জর্ডনের সমস্যা সমাধানে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল ফিফা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকে ঘিরে সংকট আরও গভীর হয়েছে। বিশ্বকাপসহ ফিফার বড় টুর্নামেন্টগুলোর বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বিক্রির পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার পর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বুধবার ফিফার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ইনফান্তিনো। একই সঙ্গে ইনফান্তিনো বিভিন্ন সদস্যদেশের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। সুদূর বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে, সভাপতি পদ চিকিয়ে রাখতে ইনফান্তিনোর ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তারা ফিফার ২১১

সদস্যদেশের অনেক ফুটবল সংস্থার কাছে তাঁর পক্ষে সমর্থন জানাতে অনুরোধ করছেন। এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি দেশ প্রকাশ্যে ইনফান্তিনো পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ইনফান্তিনোর দীর্ঘদিনের মিত্র সৌদি আরবও এখন পর্যন্ত সমর্থনের ঘোষণা করেনি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গতকাল মঙ্গলবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেন জর্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রিন্স আলী বিন আল-হুসেইন। তাঁর দাবি, ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনে সমর্থন দিলে জর্ডান ফুটবলের বিভিন্ন সদস্যর সমাধানে ফিফা সহায়তা করবে-বিশ্বকাপ চলাকালে তাঁকে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছিল। প্রিন্স আলীর ভাষায়, এটি ‘ব্ল্যাকমেল’ ছাড়া আর কিছু নয়।



সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রিন্স আলী বলেন, ‘‘আগেও আমরা তাঁকে সমর্থন

করিনি, এখনো করব না। পুরো বিষয় ব্ল্যাকমেলের শামিল, আর আমরা মাথা নত করব না।’’ জর্ডান ফুটবলপন্থা আরও অভিযোগ করেন, গত ডিসেম্বরে কাভারে অনুষ্ঠিত ফিফা আরব কাপে রানাসআপ হওয়ার পরও তাঁদের প্রাপ্য অর্থ এখনো পরিশোধ করা হয়নি। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক বিশ্বকাপে টিকিট থাকা সত্ত্বেও অনেক জর্ডান সমর্থক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা পাননি। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার জন্য জর্ডনের প্রাইজমনিও যুক্তরাষ্ট্রে করার আওতায় পড়ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ইনফান্তিনোর ওপর চাপ আরও বাড়িয়েছে ফিফার ভেতরের ঘটনাপ্রবাহও। ফিফার বৈশ্বিক ফুটবল উন্নয়নবিষয়ক প্রধান

আর্সেন ওয়েঙ্কার বলেছেন, বিতর্কিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাতিল করা ‘খুবই জরুরি’ ছিল এবং এ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি আগে কিছুই জানতেন না। একই সময়ে ফিফার মহাসচিব ম্যাটিয়াস গ্রাফস্টুমও কর্মীদের কাছে পাঠানো এক ই-মেইলে সাম্প্রতিক ঘটনাকে ‘দুঃখজনক ও নিন্দনীয়’ বলে উল্লেখ করেন। এদিকে ওয়েলস, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সার্বিয়াসহ উয়েফার কয়েকটি সদস্যদেশ ইতিমধ্যে ইনফান্তিনোর প্রতি দেওয়া সমর্থনপত্র প্রত্যাহার করেছে। আগামী বছরের মার্চে মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিফা সভাপতি নির্বাচনের আগে এ সংকট ইনফান্তিনোর ভবিষ্যকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৬

হাট

অ্যাটাক

- মাইট্রাল রিগারজিটেশনঃ হৃদযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির ধর্মস্বা
- “হাট অ্যাটাককে প্রতিরোধ”
- প্রযুক্তিগত দক্ষতায় হাট প্রতিস্থাপন
- “স্টোন” - ভাবতেই হয়!
- সুস্থ কিডনি
- সুখের পরিচ্ছন্নতা, ভাঙ্গা দাঁত ও মুখগহ্বরের ক্যানসার
- ক্যানসার মুক্তির চাবিকাঠি
- প্রোস্টেট ক্যান্সার সচেতনতা
- হাট অ্যাটাক
- সাদেয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট
- হাট অ্যাটাক যখন অন্যভাবে
- হাটের সুস্থতায় খাবারের বিভিন্নতা

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন